OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 209 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 209 - 216
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

প্রসিদ্ধ নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ নাট্য : শিল্পীর জমকালো আত্মসমীক্ষার উজ্জ্বল দলিল

ড. চাঁদ কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বালুরঘাট বি.এড. কলেজ (স্বশাসিত), মঙ্গলপুর, বালুরঘাট
Email ID: chandkumarw.b@gmail.com
0009-0006-0354-9658

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Self-remembering, Middle class, Homeland, Manvantara, Movement, World war, Azad Hind Fauj, Patriotism, Vande Mataram, Introspection, Human land, Rediscovery, Cinematography.

Abstract
Soumitra Chatterjee, the last disciple of Shishir Kumar Bhaduri, is not only a film hero, he is also a powerful playwright and stage actor. His play ‘Tritio Onko, Otoyed’ is an exceptional addition to Bengali drama. This did not happen in the case of Shishir Bhaduri or Shambhu Mitra either. Even in his seventy-six years, he has repeatedly proven that age is not a barrier to creativity. Soumitra Babu has always been immersed in his work, and as time goes by, his brilliance is becoming sharper and more subtle. A documentary has been made about various aspects of Soumitra Babu’s life, focusing on the rehearsals of the play. The actor, who is at the end of his acting career, repeatedly evokes the feeling of death of Soumitra Babu; and in response to this, his infinite, boundless sense of life is felt every time. Through his autobiography, the readership gets a glimpse of the educated middle-class Bengali family and society of that time. This autobiography begins with the life of growing up in the backdrop of Krishnanagar, woven with love and discipline. We also find out how the incident of sending the prisoners of war of the Azad Hind Fauj from Barasat station to the prison camp created a deep wound in the mind of a sensitive teenager. This is like the emergence of the ‘Indian’ sense developed from that family patriotism. Life flows through the affection and care of the father, the deep love of the mother, and the affection. Having overcome many ups and downs of life and maintained his own significance even in the changing times, he has reached the third stage of life by effortlessly climbing the difficult threshold of life. The play reveals Soumitra Chatterjee’s own life. Various fragmented memories of life. It is as if he himself has given up his own life to the operation theater. After his illness, he gradually breaks down, as if he becomes an emotionally driven old man, then it is understood that in this personal life drama, the actor Soumitra and the human Soumitra finally become one somewhere. Soumitra Babu has highlighted his autobiography and long-acting experience, commitment to the stage, and the relationship of the artist with time here. This is a brilliant document of the

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 209 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

actor's self-exploration in Bengali drama. Which is still relevant today, despite the boundaries of time.

Discussion

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শুধু চলচ্চিত্রের মহানায়ক নন, তিনি একজন শক্তিশালী নাট্যকার ও মঞ্চাভিনেতাও। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দু'জন খ্যাতনামা ইংরেজ নাট্যকার সাইমন জেমস হলিডে গ্রে ও হিউ হোয়াটমোর-এর যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত নাটক 'দ্য লাস্ট সিগ্রেট' গভীর মনোযোগ সহকারে দেখেছিলেন। নাটকটি সাইমন জেমস হলিডে গ্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রশংসিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ - 'দ্য স্মোকিং ডায়েরিস' (The Smoking Diaries), নাটক অবলম্বনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব' আত্মজৈবনিকমূলক নাটকে নাট্যরূপ দেন। নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন। তিনি নাটকটি ৯ মে থেকে ২৮ মে ২০০৯-এর মধ্যে নাট্যরূপ দেন। প্রখ্যাত বা কখনও সখনও সাধারণ মানুষেরা যেমন আত্মজীবনী লিখেন, তেমনি সৌমিত্রবাবু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নাটক 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব' নিয়ে এলেন মঞ্চে। তিনি ছিয়াত্তর বছরেও তাঁর সৃজনশীলতার বয়স যে কোনও বাঁধা নয়, সেটাই বারবার প্রমাণ করেছেন। নাটকটি 'প্রাচ্য' নাট্যদলের প্রযোজনায় ও সৌমিত্রবাবুর রচনা, অভিনয় ও নির্দেশনায় প্রথম ১২ জানুয়ারি ২০১০-এ মধুসূদন মঞ্চে অভিনীত হয়। এ নাটকে যে সমস্ত অভিনেতৃবর্গরা অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন - সৌমিত্র ১-এর ভুমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র ২-এর চরিত্রে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমিত্র ৩-এর ভূমিকায় পৌলমী চট্টোপাধ্যায় প্রত্যেকে চমৎকার অভিনয়ের মাধ্যমে শিল্পরসিক বোদ্ধা দর্শকমণ্ডলীদের মন জয় করেছেন।

সৌমিত্রবাবু বরাবরই মগ্ন থেকেছেন তাঁর কাজে, যতদিন যাচ্ছে ততই তাঁর উজ্জ্বলতা আরও তীক্ষ্ণ, আরও সূক্ষ্ম প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি সিনেমার অভিনয়ের ব্যস্ততা কখনও তাঁকে থিয়েটার মঞ্চ থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। শিশির কুমার ভাদুড়ির শেষতম শিষ্য এখনও নিজেকে মঞ্চে পুনরাবিষ্কার করে চলেছেন। 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব' নাটকটির একেবারে শেষে স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লেখার প্রেরণা প্রসঙ্গে ৩১ মে ২০০৯-এ মন্তব্য করেছেন, -

> "লন্ডনে Simon Gray আর Hugh Whitemore-এর The Last Cigarette দেখেছিলাম। সেটা Simon Gray-র The smoking diaries থেকে নাট্যরূপ। ওই নাট্যরূপের একটা idea আমার ভাল লেগেছিল তিনজন Simon মিলে জীবনের একটা বর্ণনা দিচ্ছে। Simon-এর জীবন এবং আমার জীবনের একেবারেই কোনও মিল নেই। দুটো দেশের সমাজ, সংস্কার সবই আলাদা। আমার মনে হয়েছিল এই তিন অভিনেতার ছকটা ব্যবহার করে আত্মজীবনীমূলক একটা নাটক লিখলে কেমন হয়? Form টা আকর্ষণীয় হয়। অন্যদিক থেকে থিয়েটারকে এতখানি ব্যক্তিগত statement হিসেবে ব্যবহার করার এক্সপেরিমেন্ট রূপেও এটা খুব কৌতূহল-উদ্দীপক হতে পারে। এরকমভাবে সরাসরি ব্যক্তিগত কোনও নাটক আমাদের থিয়েটারে হয়েছে বলে মনে হয় না। একটা কথা বলা ভাল The Last Cigarette-এর প্রথম দৃশ্যটা universal আবার একই সঙ্গে তা আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গেও মেলে। তাই সেটা ব্যবহার করেছি, যদিও শেষ পর্যন্ত সেটার রূপও বদলেছি। কিন্তু তারপর থেকে শেষ অবধি এটা আগাগোড়া মৌলিক রচনা।"[১]

জীবনস্মৃতিমূলক রচনা এই নাটকের মহড়াকে কেন্দ্র করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের নানা দিকে নানান কথা নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি তথ্যচিত্র। এ প্রসঙ্গে সোমনাথবাবু লিখেছেন, -

> "নাটকের নেপথ্যে একটি জীবন ও 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব'। অনুসূয়া রায়চৌধুরী পরিচালিত এই তথ্যচিত্রের প্রযোজনায় জিবিসি এন্টারপ্রাইজ। নিবেদন করছে তাদেরই অডিও ভিজুয়াল ইউনিট 'চিত্রবীক্ষণ'। জিবিসি-র অন্যতম অধিকর্তা কৃষ্ণেন্দু দাস বললেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তি শিল্পীকে এভাবে তথ্যচিত্রে ধরতে পেরে আমরা গর্বিত। এই তথ্যচিত্র তাঁর অনুরাগীদের অনেক প্রত্যাশা পূরণ করবে। সেজন্যই ডিভিডি অ্যালবাম হিসাবে এই তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হচ্ছে। এই তথ্যচিত্র ডিভিডি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 209 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> অ্যালবাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকবেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, মেঘনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। আগামী বৃহস্পতিবার মধুসূদন মঞ্চের এই সন্ধ্যা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব'-এর অভিনয়ের এখানে তিন চরিত্র।"[২]

নাট্যবিশ্বে এক অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী সৌমিত্রবাবুর কথা বলার বাগ্মিতা আমরা সবাই জানি। অভিনেতা দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ও থিয়েটার মঞ্চে দাঁড়িয়ে যা-ই সংলাপ উচ্চারণ করেন শিল্প রসিক দর্শককে মনোযোগ সহকারে শুনতে হবেই। পৌলমী চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরে একধরনের জাদু ও তার সঙ্গে কারুণ্য মিশে এক স্বতন্ত্র ধ্বনিময় অথচ স্বাভাবিক স্বরলিপি সৃষ্টি হয়। বিদগ্ধ নাট্যামোদী দর্শকের মনে সঞ্চিত থাকে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে কৌতূহল, উৎসাহ, আগ্রহ আর সেগুলির বিমোচন ঘটতে থাকে একের পর এক মঞ্চে; যদি বর্ণিত ঘটনারাজির সঙ্গে স্বাদু রন্ধন উপাদানের মতো মিশে থাকে ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, কৌতূকবোধ, অনুভূতি, আবেগ তাহলে তো উপভোগ্যতার নানা মাত্রা সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই ঘটেছে এই আত্মস্মৃতি বা জীবন-নাট্যে। এ নাটকে সৌমিত্রবাবু আত্মকথা সম্পর্কে লিখেছেন, -

"সৌমিত্র ৩ : মিথ্যে অহংকার তো হতে পারে।

সৌমিত্র ১ : আমি যদি জানাই তা হলে তো মিথ্যে-সত্যির সব থেকে বড় বিচারক পেয়েই গেলাম - তাবৎ পাঠকসমাজ।

সৌমিত্র ২ : আমার আত্মকথা সম্পর্কে একটা গোষ্ঠী উৎসুক হতে পারে।

সৌমিত্র ১ : হ্যাঁ পাঠকসমাজ।

সৌমিত্র ২ : না। ওই পাঠকসমাজকে যারা আত্মজীবনীটা পড়াবে। প্রকাশকরা পাঠক সমাজের কৌতূহল anticipate করে বইটা manufacture করবে।"[৩]

এ নাটকে বর্ণিত তিনটি চরিত্র তাঁদের আলাপ-সংলাপে যে সকল তির্যক আভাস ভাসিয়ে দেয় বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহের বাতাসে, বস্তুত তা অভিনয়-জীবনের অন্তিম লগ্নে দাঁড়ানো অভিনেতা সৌমিত্রবাবুর মৃত্যু অনুভূতিকেই বারবার সূচিত করে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবার অনুভূত হয় তাঁর অসীম, অপার জীবনবোধ। তিনি আত্মচরিত বা আত্মজীবনীটা শুরু করেছিলেন গল্প দিয়ে। দাদা সম্বিৎ চাকুরিতে ঢুকে গাড়ি কিনেছে, তিনি All India Radio-তে announcer-এ কাজ করছেন, দাদার জ্বর হওয়ার ফলে তিনি নিজেই গাড়ি চালান। সেই অভিজ্ঞতার কথা আছে। মিলিটারি কর্ণেল হয়ে retire করে। তাদের একটাই বোন অনুরাধার প্রেমের ছোঁয়া, দাদার উদারতা বা রসবোধ, ভাই-বোনদের মিষ্টি সম্পর্ক, ভগ্নীপতির সরস স্বীকারোক্তি প্রভৃতি মধ্যে দিয়ে তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন। ছোটোবেলায় অনেকবার শুনার পর তাঁর মধ্যে হীনম্মন্যতার কারণটা শুনে পরিবারের অনেকে হাসাহাসি করে। এ প্রসঙ্গে নাটকের তিন চরিত্রের সংলাপে উঠে এসেছে, -

"সৌমিত্র ২ : কোত্থেকে একটা কালো ছেলে হল এ বাড়িতে! তায় থ্যাবড়া মুখ, খ্যাঁদা, নাক নেই, কাঁদলে এ চোখের জল গড়িয়ে ও চোখে চলে যায়।

সৌমিত্র ৩ : উফ্! কী বর্ণবিদ্বেষী রে বাবা! তাও আবার কোন দেশে? না যে-দেশের সব থেকে বড় দেবতা কালো। কেষ্ট ঠাকুর।

সৌমিত্র ২ : এবং যে দেশের অধিকাংশ লোক শ্যামল কাজল নবদূর্বাদল শ্যাম, অর্থাৎ ব্রাউন!

সৌমিত্র ১ : আমার ছোট ভাই অভিজিৎ বলত-

সৌমিত্র ৩ : মা-বাপি নেমন্তন্ন বাড়িতে দাদা তার দিদিকেই বেশি নিয়ে যায় দেখেছিস? তোকে আর আমাকে নিয়ে যেতে চায় না। কেন জানিস তো? আমি বেশি খাই আর তুই কালো।"[৪]

তৎকালীন সময়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার ও সমাজ ছবির একটি আদল পেয়ে যান পাঠক সমাজ। অনিল কাকার সাইকেল রিকশায় দুষ্টুমি করলে খুব বকত, যেন তারই বাড়ির ছেলে, মালকোঁচা দেওয়া ধুতি পরলে বড় হওয়া যায় একরকম একটা বিশ্বাস। ভাল ইংরেজি বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতেন, তার সম্পর্কে মিস ম্যাকার্থার পিতার কাছে প্রশংসা করা, morning স্কুলে যাওয়ার আগে বিশাল কাঁসার গেলাসে দুধ খাওয়া, কালবৈশাখীর ঝড়ে পড়া আম বাগান থেকে শার্টের সামনেটায় কোঁচড় করে আম কুড়িয়ে আনা annual পরীক্ষার জন্য পরে শীতকালে বনভোজন করা, জলাঙ্গী বা খড়ে নদীতে আঘাটায় বেঁধে রাখা পানসি চুরি করে নদীর ওপারে চলে যাওয়া শরতে দুর্গা পুজোর বিসর্জনের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 209 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চমৎকার দৃশ্য, বিসর্জিত প্রতিমা সেই দশমী দিবসে সারা শহরের মানুষের কোলাকুলিতে বিপরীত emotion, মনে হত এই বেদনার থেকে পালাই দে ছুট, দে ছুট। কৃষ্ণনগরের পটভূমিতে বেড়ে ওঠা, আদর আর শাসন দিয়ে বুনে যাওয়া জীবন থেকে শুরু হয়েছে এই আত্মকথন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মনে পড়ে যাওয়া দিনের কথা তখন যেন কোনো চিরায়ত সত্য, বিশ্বাসকে প্রকাশ করে, কারণ যে কি-না জীবনের সাথে মিলিয়ে জ্ঞানের চেয়েও বেশি করে জাগিয়ে তোলা আবেগ। যেমন পঞ্চাশের (১৩৫০) মন্বন্তর। ১৯৪৩ সাল। বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মানুষের তৈরি ওই দুর্ভিক্ষের কার্যকারণ বোঝার মতো তখন বয়েসই ছিল না, 'আগুন দাম', 'মাগ্গি গন্ডার বাজার', 'চাল আক্রা', রেশনিং-এর পরিবর্তে system administration থেকে মাথা পিছু একটা স্লিপ, গ্রাম থেকে হাজার হাজার নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষ একটু ভাতের জন্যে শহরে আসে; নিরন্ন মানুষ জেনে গিয়েছিল 'দুটো ভাত দেবে মা' এই ডাকে আর্ত হয়ে ভাত দেবার ক্ষমতা সেদিন বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই ছিল না। তাই তারা ফ্যান চাইত, একটু ফ্যান দেবে মা-ফ্যান, ফ্যান দাওনা মা..., অম্বরলাল ঠাকুরের চোখ এড়িয়ে রুটি বাঁচিয়ে নিরন্ন বুভুক্ষু লোকটিকে দিয়ে আসা। তারপর পিতা যখন শেষ পর্যন্ত সরকারি সিভিল সাপ্লাই-এর চাকরি নিল তখন আমিও কৃষ্ণনগর ছেড়ে বারাসাতে এলাম। এ প্রসঙ্গে তিনজন সৌমিত্রর কথোপকথনে পাই, -

"সৌমিত্র ২ : প্রথমে বারাসাত। সেখানে সরকারি ইস্কুল থেকে আমরা প্রায় রাস্টিকেটেড হয়ে যাচ্ছিলাম, সরকারি অফিসারের ছেলে বলে ওয়ার্নিং খেয়ে পার পেয়ে গেলাম। অপরাধটা ছিল সম্বিৎ, আমি আর দু'-একজন মিলে ইস্কুল বাড়ির ছাদে উঠে ইউনিয়ন জ্যাক পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামার উৎসব উপলক্ষে ওই পতাকা উড়ানো হয়েছিল।

সৌমিত্র ১ : ...আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে একটা ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে বারাসত স্টেশনে। শহর ভেঙে পড়ল তাদের দেখতে। সাইডিং-এ একটা স্পেশ্যাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, সবক'টা কামরাই তাতে থার্ড ক্লাসের। আর তাতে হাঁস মুরগি গোরু ছাগলের মতো গাদা করে ঠাসা আছে আইএন-এর সোলজাররা।...

সৌমিত্র ২ : ...তাদের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে কেউ বলবে না তারা প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তারা যেভাবে তাদের বন্দিদশাকে উপেক্ষা করে, অগ্রাহ্য করে হাসাহাসি করছিল তাই থেকে নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছিল তারা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিক।

সৌমিত্র ১ : ...কাঠফাটা রোদ্দুরে লাইনের একদিকে তারা দাঁড়িয়ে আছে আর অপর দিকে শহরবাসীরা। একটা সময়ে ব্রিটিশ প্রহরীরা তৃষ্ণার্ত বন্দিদের দর্শনার্থীদের কাছ থেকে জল চেয়ে খেতে অনুমতি দিল। জল চাইতেই কয়েকশো মানুষ-ছেলে বুড়ো জোয়ানের দল তাঁদের জন্যে জল নিয়ে ছুটে এল। আমি আর সম্বিৎও তাই করলাম। একজন শিখ বন্দি আমাদের দেওয়া জল খেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল 'কৌন জাত হো বেটা?' কী জানি কেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'Indian'। তাই শুনে লোকটা আমাকে কোলে তুলে আকাশে ছুড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল— 'সাবাশ বেটা সাবাশ! বোলো জয় হিন্দ'।"[৫]

বারাসাত স্টেশন থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দিদের বন্দিশিবির চালান দেবার ঘটনা একটি সংবেদনশীল কিশোর মনে কী গভীর ক্ষতই না সৃষ্টি করেছিল তার সন্ধানও তো আমরা পাই। শিখ সৈন্যকে জল দেওয়া, সৈন্য তার জাত জিজ্ঞাসা করতেই সৌমিত্র বলে ফেললেন, 'ইণ্ডিয়ান' সেই মুহূর্তে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। এ যেন সেই পারিবারিক দেশপ্রেম থেকে গড়ে ওঠা 'ভারতীয়' বোধের উন্মেষ। যে বছর বারাসাত থেকে হাওড়ায় এলেন সেই বছর সম্পর্কে নাট্যকার সৌমিত্রবাবু লিখেছেন, -

"সৌমিত্র : সেই বছরই যে দাঙ্গা শুরু হল তার ছাইচাপা আগুন বেশ কয়েক বছর ধিকিধিকি জ্বলে ছিল। শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট। Direct action day। সেই The Great Calcutta killings-এ কত লোক মারা গিয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা আজও কেউ জানে না। তবু অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোক যে মারা গিয়ে থাকতে পারে, অনেকে এরকম অনুমান করে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিকেল থেকে রাত অবধি অন্য পাড়ার অন্য সম্প্রদায়ের জনতার ঢেউ আমাদের পাড়ার ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করল। আর তার বদলায় এ-পাড়ার জনতা আক্রমণ করতে লাগত পাশের পাড়া।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 209 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সৌমিত্র ২ : বারান্দায় দাঁড়িয়ে উভয়পক্ষের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। রণহুংকার! আল্লাহ আকবর-আর বন্দেমাতরম। যতদূর আকাশ দেখতে পাওয়া যায় লাল হয়ে আছে আগুনের আভায়।

সৌমিত্র ৩ : গঙ্গার ধারে বাবার কোয়ার্টারে থাকতে এলাম দু'বছর বাদে। তখনও দাঙ্গার আগুন নেভেনি। মাঝে মাঝেই লাশ ভেসে যেত নদী দিয়ে।"[৬]

পিতার সস্নেহ প্রশ্রয়, মাতার গভীর ভালোবাসা, ভালোলাগার মধ্য দিয়েই তো জীবন প্রবাহিত হয়। আত্মজনের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি বন্ধুজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, প্রেম, শোকতাপ এ নিয়েই তো সংসার। আর মা তো প্রত্যেক মানুষ কুলের প্রথম ভালোবাসা। সৌমিত্র ২ ও সৌমিত্র ৩ এদের সংলাপে উঠে আসে, -

"সৌমিত্র ৩ : মা। মা আমাদের ঘুম পাড়াবার সময় রবিঠাকুরের 'শিশু' থেকে কবিতা বলত। এখন বুঝতে পারি সেই থেকেই তো কবিতা ভালবাসার শুরু।

সৌমিত্র ২ : ২৩ শ্রাবণ রবিঠাকুরের মৃত্যুর পরদিন দাদার ইস্কুল ছুটি হয়ে গেলে বাড়ি এসে যখন বলেছিল রবিঠাকুর মারা গেছেন তাই ছুটি-তখন আমি জ্বরের বিছানা থেকে দেখেছিলাম মা কাঁদতে কাঁদতে রেলিং ধরে বসে পড়ল।

সৌমিত্র ৩ : কবির মৃত্যু সংবাদ ওই গৃহবধূর মনে কী বেদনার সঞ্চার করেছিল জানি না, কিন্তু আমার কাছে তা মৃত্যু নয় একটা বিরাট জীবনকে ভালবাসার প্রথম পদক্ষেপ তৈরি করেছিল।"[৭]

জীবনের অনেকানেক টালমাটাল পেরিয়ে মুহুর্মুহু পরিবর্তিত কালাকালেও স্বকীয় তাৎপর্য বজায় রাখার মতো কঠিন চৌকাঠ আয়াসহীন ডিঙোতে ডিঙোতে, আজ জীবনের তৃতীয় অঙ্কে পৌঁছেছেন। গল্প বলা যেরকম একটা থেকে আর-একটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, অনেক সময় আবার একটার সঙ্গে আর একটা কিরকম যেন জড়িয়ে-মড়িয়েও যায়। নইলে কানের রোগ থেকে বেঠোফেনের বধিরত্ব, পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের প্রসঙ্গ বাঘের মুখ থেকে ফিরে এসে টিলায় বসে সিগারেট খাওয়ার মজার গল্প এবং শেষপর্যন্ত সেই সিগারেটই কালান্তর রোগের বাহন হয়ে জীবনকে বিপর্যস্ত করার যে ভয়ংকর গল্প, সবটাই কী আশ্চর্য সরসতার মিশে আছে ওই জীবন কাহিনিতে। অন্যদিকে, তিনি যখন তাঁর জটিল শারীরিক রোগ এবং আরও জটিল চিকিৎসার বিস্তারিত বর্ণনা করতে থাকেন কখনও নৈব্যক্তিকভাবে, কখনও একজন রোগীর যন্ত্রণাকাতর প্রতিক্রিয়াসহ। এ সম্পর্কে নাট্যকার লিখেছেন, -

"সৌমিত্র ৩ : শেষ পর্যন্ত স্থির হল পুরনো স্পন্ডেলাইটিস থেকে মাথা ঘুরছে। কোমরে ঘাড়ে অনেকগুলো ভার্টিব্রা প্রায় জুড়ে গেছে কিনা।

সৌমিত্র ১ : ...হাঁটুর ব্যথায় বাড়ির সিঁড়ি ছেলেবেলার সিঁড়িভাঙা অঙ্কের থেকে বেশি কষ্ট দেবে; কোমরের ব্যথায় মাঝেমধ্যে বিছানাগত হতে হবে- ফিজিওথেরাপি করে আবার খাড়া হবে।

সৌমিত্র ২ : রবি ঠাকুর বলেছিলেন—

'আমার কোমর আমারই আছে।
বেচিনি তো তাহা কাহারো কাছে।'

আসলে বেচার মতো অবস্থায় থাকলে তো বেচবেন। তাঁর কোমর সে-অবস্থায় ছিল না।"[৮]

'রূপনারানের কূলে' কবিতাটি 'শেষলেখা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অন্তিম পর্বে মৃত্যুর কিছুদিন আগের রচনা। কবিতাটি শান্তিনিকেতনের উদয়নে ১৩ মে ১৯৪১ সালে রাত্রিতে লিখেছিলেন। 'রূপনারানের কূলে' কবিতার আবৃত্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে উচ্চারিত হয়ে নাটকটি শেষ হয়। নাটকের একেবারে অন্তিমে সৌমিত্র ১ অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সংলাপে পাই, -

"সৌমিত্র ১ : ...মৃত্যুকে একটা বিয়োগান্ত প্রস্থান বলে না দেখে, তার আসাটা বিজয়কেতন হাতে বহু প্রতীক্ষিত আবির্ভার বলে এখন ভাবছি। সব দুঃখ যন্ত্রণা ক্লেশ থেকে সে আমাকে মুক্তি দেবে বলে এখন ভাবছি। এখন যেন বুঝতে পারছি-

'রূপনারাণের কুলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 209 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্বপ্ন নয়
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম -
সে কখনও করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এজীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।”[৯]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সেবন্তী সরকার ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ আত্মজীবনীমূলক নাটকটি প্রসঙ্গে লিখেছেন, -

> “There is just one character here and that is Soumitra chatterjee. Tritio Onko, Otoyed Probably is the first openly autobiographical play in Bengali. It's not, of course, the whole think- there is hardly anything about Satyajit Roy or sisir Bhaduri because I have written about them else-were. My film career finds minimal space in this play because the focus is mare philosophic but I have tried to find entertaining anecdotes and humors oust dements to narrate and at times enact through the three actors, - Soumitra Chatterjee told Metro during rehearsals at Madhusudan Mancha.”[১০]

নাট্যকার সৌমিত্রবাবু স্বয়ং লিখেছেন, -

> “আমি কিন্তু জীবনের দিকেই তাকিয়েছিলাম, যেমন এখনও তাকাতে চাই। এই যে মানবজমিন, যেখানে আবাদ করতে সোনাই ফলে, সেই প্রাণভূমিতে আরও বেশি করে দাঁড়াতে চেয়েছি, থাকতে চেয়েছি, ঠিক যখন চিকিৎসাশাস্ত্র বলেছে শরীরে বাসা বেঁধেছে মারণ রোগ। অন্ধকার নয়, বরং আলোর আভাসটুকুর দিকেই তাকিয়ে থাকায় ছিল আমার কাজ।”[১১]

বিশিষ্ট খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী বিভাসবাবু, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক নাটক ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ নাটকটি প্রসঙ্গে লিখেছেন, -

> “আমি তো কাছ থেকে চিনি মানুষটাকে। মঞ্চে তাকে অন্যরকম দেখতে চাই না, তাঁর এই আবেগতাড়িত রূপ দেখতে চাই না। অবশ্য একেবারে অন্তে দুঃখহীনভাবে, হাসিমুখ নিয়ে জীবনানন্দের কবিতা বলে যাওয়া অনেকটাই কাটিয়ে দেয় সেই ভাবটা। বর্তমানে বাংলা নাট্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্বাভাবিকতাবাদী অভিনয়ের শীর্ষে। কিন্তু আলোচ্য নাট্যে তাঁর অভিনয়টি একটু ভিন্ন জাতের। একটু যেন সুর, একটু যেন টেনে কথা বলা। বুঝতে অসুবিধে হয় না, নাটকটির বেশির ভাগটাই যেহেতু বর্ণনাত্মক, তাই সজ্ঞানে এই অভিনয় রীতির আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। আর নাটকের প্রয়োজনে নিজেকে এরকম পাল্টাতে, ভাঙতে বোধ হয় তিনিই পারেন।”[১২]

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের ‘উত্তর প্রবেশ’ শীর্ষক কবিতার অন্তিম স্তবকের অন্তিম উচ্চারণের প্রায় প্রারম্ভিক ‘শব্দগুচ্ছ’-কে শিরোভূষণ করা আত্মজৈবনিক নাটক ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’-এর শেষে অসুস্থ নট নাট্যকার ও পরিচালক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তি করেন, -

“নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হয়ে থাকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল;

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 209 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব, আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।”[১৩]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আনন্দবাবু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্ম-সমালোচনামূলক নাটক ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ প্রসঙ্গে লিখেছেন, -

> “...He is equally can did and self-critical, for instance concerning his mother and wife, aided by the device of the two other actors (all three appear in the same uniform simultaneously) interrogating him on his personal life. This semi-alienation effect imparts an objectivity unlike what chatterjee rightly decries ‘projecting one’s personal vanity’ in Comparable stage autobiographies like Anupam Kher’s,”[১৪]

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মলয় রক্ষিত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবননাট্যের মঞ্চায়ন ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ অভিনেতা তথা অভিনয়ের চরিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, -

> “সৌমিত্রর সহজ-সরল নিরলংকার প্রকাশভঙ্গিমার একটা চূড়ান্ত উদাহরণ হয়ে থাকে। মঞ্চবস্তুহীন, ভারহীন, অ্যাকশনহীন সেই জীবননাট্যে সৌমিত্র যখন স্বাভাবিক নির্লিপ্ত থেকে, তাঁর রোগ-বর্ণনার পরে ক্রমশ ভেঙে পড়েন, যেন বা আবেগতাড়িত এক বৃদ্ধ হয়ে ওঠেন, তখন বোঝা যায়, ব্যক্তিগত এই জীবননাট্যে শেষ পর্যন্ত অভিনেতা সৌমিত্র আর মানুষ সৌমিত্র কোথাও একাকার হয়ে যান। জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতা সেঁচে নিজেকে নির্মাণ করে চলা ... অভিনেতা ও মানুষ - দুই সৌমিত্রকে তখন আর আলাদা করা যায় না।”[১৫]

একজন অভিনেতা তাঁর জীবনের সত্য ঘটনা মঞ্চে উপস্থাপিত করছেন। আবার এটা একটা মঞ্চ-সফল নাটকও (৫০টির বেশি অভিনয় রজনী)। বাংলা তো বটেই আর কোথাও এমন ঘটেছে বলে হাতের কাছে প্রমাণ নেই। আশি ছুঁইছুঁই সৌমিত্রের এমন দাপুটে অভিনয়ও বিস্মত করে আমাদের। বস্তুত, সৌমিত্র-বিষয়ক নাট্যকথা চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। নানা পর্বে শুধু ডায়ামেনশন বদলায়। জেগে ওঠেন, জাগিয়ে রাখেন তিনি বারবার, থিয়েটার-লগ্ন মানুষকে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম তাঁর আত্মজীবনীমূলক নাটক ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ নিয়ে এলেন মঞ্চে। শিশির ভাদুড়ী কিংবা শম্ভু মিত্রের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেনি। এই নাটকে উঠে এসেছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজের জীবন। জীবনের নানা টুকরো টুকরো স্মৃতি উঠে এসেছে। যেন সে নিজেই নিজেকে অপারেশন থিয়েটারে তুলে দিয়েছেন নিজের জীবনটাকেই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রচিত, নির্দেশিত এবং অভিনীত এই নাটক আদ্যন্ত সৌমিত্র-ময়। এখানে উঠে এসেছে তাঁর অভিনয়, তাঁর জীবন, তাঁর আন্দোলন, তাঁর আনন্দ-বেদনা। এই নাটকের মহড়াকে কেন্দ্র করে সৌমিত্রবাবু জীবনের নানান কথা নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি জীবন ও ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’। তাঁর রোগ-বর্ণনার পরে ক্রমশ ভেঙে পড়েন, যেন বা আবেগতাড়িত এক বৃদ্ধ হয়ে ওঠেন, তখন বোঝা যায়, ব্যক্তিগত এই জীবননাট্যে শেষ পর্যন্ত অভিনেতা সৌমিত্র আর মানুষ সৌমিত্র কোথাও একাকার হয়ে যান। নাটকের শিরোনামে যেমন, নাটকের শেষেও কোথায় যেন বিষাদের সুর ছিল সেখানে। কিন্তু অভিনয়ের দেবতা, মঞ্চের ঈশ্বর তাঁর বিষন্নতাকে মেনে নেননি। মেনে নেননি বাংলা নাটকের আমজনতারা। সৌমিত্রবাবু নিজের আত্মকথা ও দীর্ঘ অভিনয় জীবনের অভিজ্ঞতা, মঞ্চের প্রতি দায়বদ্ধতা, এবং সময়ের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ককে এখানে তুলে ধরেছেন। এটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে অভিনেতার আত্ম-অন্বেষণের এক উজ্জ্বল দলিল। যা সময়ের সীমানা পেরিয়ে আজও প্রাসঙ্গিক।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, ‘নাটক সমগ্র ৩’, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ এপ্রিল ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ২১৬
২. গুপ্ত, সোমনাথ, ‘তথ্যচিত্রে নাটক ও জীবনের সৌমিত্র’, আজকাল পত্রিকা, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১০, কলকাতা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 209 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটক সমগ্র ৩', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ এপ্রিল ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ১৮৭
৪. তদেব, পৃ. ১৯২
৫. তদেব, পৃ. ১৯৮
৬. তদেব, পৃ. ১৯৮-৯৯
৭. তদেব, পৃ. ২০০
৮. তদেব, পৃ. ২১১
৯. তদেব, পৃ. ২১৫
১০. Sarkar, Sebant, 'Death as a friend', The Telegraph, Kolkata, 10 January 2010, Kolkata.
১১. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'অন্ধকারের মধ্যে সহসা কোথাও আলোর ইসারা', এইসময় পত্রিকা, ৬ মে ২০১৯, কলকাতা।
১২. চক্রবর্তী, বিভাস, 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব: মঞ্চে আত্মজীবনী রচনা', অন্য পত্রিকা (বিভাস চক্রবর্তী সম্পাদিত), 'শঙ্খ ও সৌমিত্র স্মরণে', অন্য প্রকাশনা, সংখ্যা ৩, পৌষ ১৪২৮, কলকাতা, পৃ. ২০৪
১৩. দাশ, জীবনানন্দ, 'সাতটি তারার তিমির', গুপ্ত রহমান এ্যান্ড গুপ্ত প্রকাশনী, ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্র, ১৯৪৮, কলকাতা, পৃ. ৭৯
১৪. Lal, Ananda, 'speaking alone', The Telegraph, Kolkata, 19 May 2012
১৫. রক্ষিত, মলয়, 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: অভিনেতার আত্মনির্মাণ', রঙ্গপট পত্রিকা, (ডা. তপনজ্যোতি দাস সম্পাদিত), সৌমিত্র শঙ্খ স্মরণ সংখ্যা, অষ্টাদশ সংখ্যা, নাট্যপত্র ২০২১, কলকাতা, পৃ. ২০২